ঝিনাইদহে সাবেক চেয়ারম্যানের ড্রাইভারকে গুলি

ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যানের ড্রাইভার বিশ্বজিৎ শর্মা (৩৭) গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। শনিবার দিবাগত রাতে বিশকাপ খেলা দেখে বাড়িতে প্রবেশের সময় তার উপর সন্ত্রাসীরা গুলি চালায়। গুলিটি তার পেটের বাম পাশ বিদ্ধ করে। ঘটনাটি ঘটেছে রাত আড়াইটার দিকে ঝিনাইদহ শহরের হামদহ আলফালাহ হাসপাতালের পিছনে। বিশ্বজিৎ শর্মা হামদহ এলাকার জয় গোপাল শর্মার ছেলে।

জানা গেছে, বিশ্বজিৎ শর্মা সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক কনক কান্তি দাসের হামদস্থ বাসায় আর্জেন্টিনা ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ খেলা দেখে বিরতীর সময় বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ি প্রবেশের সময় অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তরা তাকে পিস্তল দিয়ে গুলি করে পালিয়ে যায়। গুলিবিদ্ধ হয়ে বাসার গেটের সামনে বিশ্বজিৎ লুটিয়ে পড়েন। তাকে উদ্ধার করে প্রথমে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল ও পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাত ৩টার দিকে তাকে ঢাকায় পাঠানো হয়।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক রাজিব কুমার চক্রবর্তী জানান, বিশ্বজিতের পেটের বাম দিকে গুলি করা হয়েছে। গুলিটি পেটের ভেতরেই রয়ে গেছে। ব্যাপক রক্তক্ষরণ হওয়ায় তাকে ঢাকায় রেফার্ড করা হয়েছে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা জানান, খবর পেয়ে আমি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করি। সেখান থেকে দুই রাউন্ড সেভেন পয়েন্ট জিরো ফাইভ বোরের পিস্তলের তাজা গুলি ও একটি গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি বলেন, ধারণা করা হচ্ছে খুব কাছ থেকে তাকে গুলি করা হয়েছে। পুর্ব শত্রুতার জের ধরে তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

[redacted]

[redacted]

১৯৬৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করা শেখ শাহাব উদ্দিনের বিধি মোতাবেক আগামী ১৪ ডিসেম্বরে নিয়ম অনুযায়ী চাকুরী কালীন অবসরে যাবার কথা রয়েছে। অবসরে যাবার আগেই নিজের চেয়ার ধরে রাখতে ২৪/০৯/২০২২ ইং তারিখ চুক্তিভিত্তিক নিয়োজনের জন্য আবেদন করেছেন। যেখানে শিল্পমন্ত্রী গত ৯/১০/২২ ইং তারিখে সুপারিশ করেছেন। ফলে তার আবেদনের ফাইলটি উপরের দিকে না গিয়ে নিচের টেবিলে ফেরত এসেছে। এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন করপোরেশনের ৫ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড। ফলে অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছে এটা কি আদৌও সম্ভব। আর হলে কোন আইনের বলে ? তবে সবকিছু পরিস্কার হবে ১৪ ডিসেম্বর।

অপর দিকে অনেকেই মন্তব্য করে বলেছেন, একটি রাষ্টিয় প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ পদে চুক্তিভিত্তীক নিয়োগ পাওয়া ব্যাক্তির খুব একটা দায়বদ্ধাতা থাকে না। ফলে প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তর কোন ক্ষতি সাধিদ হলে এর ক্ষতিপূরণের দায়ভার বহণ করবে কে ? আর এভাবেই যদি চাকুরীর মেয়াদ বাড়ানো যায় তাহলে অনেকেই হাটবেন এ রাস্তায়। কেউ ছাড়তে চাইবেন না তার জায়গা। বিষয়টি নিয়ে চিনিকল এলাকাই বইছে আলোচনা সমালোচনার ঝড়। এ ব্যাপারে সদরদপ্তরের এক কর্মকর্তার সাথে কথা হলে তিনি নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, চাকুরীর মেয়াদ এভাবে বাড়ানো গেলে অনেকেই সফল হতো। যা বিধানে নেই তার পিছনে ছুটা মানে বোকামি ছাড়া আর কিছুই না।

দামুড়হুদা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার বিদায় সংবর্ধনা

দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিবার পরিকল্পনা কর্মকতা ডাঃ আবুহেনা মোহাম্মদ জামাল শুভকে বিদায় সংবর্ধনা দিলেন দামুড়হুদা থানা ফারিয়া। গতকাল শনিবার বেলা ১২ টার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অফিস রুমে এই সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

জানা যায়,দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সুনামের সাথে বিগত ৬ বছর যাবৎ সেবা প্রদান করলেন ডাঃ আবুহেনা মোহাম্মদ জামাল শুভ। বদলি জনিত করণে এই কর্মস্থল ছেড়ে যোগদান করছেন মুন্সিগঞ্জ

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। বিদায় লগ্নে দামুড়হুদা থানা ফারিয়া সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আর এমও ডাঃ ফারহানা ওয়াহিদ,দামুড়হুদা থানা ফারিয়ার সভাপতি মোজাম্মেল শিশির, সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলামসহ সদস্যবৃন্দ।

আলমডাঙ্গায় বর্ণাঢ্য আয়োজনে ৪দিন ব্যাপী স্কাউটসের কাপ ক্যাম্পুরীর সমাপনী

আলমডাঙ্গায় বর্ণাঢ্য আয়োজনে উপজেলা স্কাউটসের ষষ্ঠ কাপ ক্যাম্পুরি-২০২২ সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় বন্ডবিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে ৪ দিন ব্যাপী এ অনুষ্ঠানের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সমাপনী অনুষ্ঠানে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আরাফাত রহমান।

অনুষ্ঠানর প্রধান অতিথি হিসেবে চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুনের উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও চুয়াডাঙ্গাতে বিশেষ সভা থাকার কারণে তিনি আসতে পারেননি।

সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ রনি আলম নূর, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মুস্তাফিজুর রহমান, উপজেলা স্কাউটসের কমিশনার ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, জেলা উস্কাউটস সম্পাদক আব্দুল হান্নান প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা স্কাউটসের সাধারণ সম্পাদক প্রধান শিক্ষক নুরুল ইসলাম দীপু। উপজেলা স্কাউটস এর যুগ্ন সম্পাদক ও শিক্ষক সমিতির সভাপতি রেফাউল হকের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন

উপজেলা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলম,;যুগ্ম সম্পাদক মোল্লা ফেরদৌস রিজভী, প্রধান শিক্ষক মোঃ মনিরুজ্জামান, মোঃ আবুল কাশেম, মোঃ আব্দুল হান্নান, সরকারি প্রধান শিক্ষক ইলিয়াস হোসেন, ৪টি সাব ক্যাম্পে নয়টি প্রতিষ্ঠানের ১১৪ জন ছেলে মেয়ে কাপ স্কাউটস হিসাবে অংশগ্রহণ করে।

দামুড়হুদায় অবৈধ ভাবে গড়ে উঠেছে ইটভাটা অবাধে পোড়ানো হচ্ছে কাঠ

দামুড়হুদায় সরকারী নিয়ম-নিতির তোয়াক্কা না করে যত্রতত্র ভাবে গড়ে তোলা হয়েছে ইটভাটা। এসব ভাটায় অবাধে পোড়ানো হচ্ছে কাঠ ও ফসলি জমির মাটি। যেমন পরিবেশ দুষন হচ্ছে, তেমনি বাড়ছে রোগবালাই। এতে করে উজার হচ্ছে বাগান তেমনি উর্বরতা হারাচ্ছে কৃষি জমি, একই ভাবে নষ্ট হচ্ছে সড়ক। এসব ভাটা ঘন বসতি গ্রাম থেকে বেশির ভাগই গড়ে উঠেছে এক থেকে দুই কিলোমিটারের ভিতরে তেমনি তিন ফসলি জমিতে।বেশির ভাগই নেই লাইসেন্স,পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র।

তথ্য সূত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলায় ৪০টি ইটভাটা রয়েছে এরমধ্যে ৩০টি নিবদ্ধিত পরিবেশ অধিদপ্তরের লাইসেন্স বা ছাড়পত্র নেই। এগুলো অবৈধ ভাবে পরিচালিত হচ্ছে।হাতে গোনা কয়েকটির বৈধ কাগজপত্র থাকলেও অধিকাংশ ভাটাই জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কাঠ। তবে এর অধিকাংশই ফসলি জমির পাশে। এসব ভাটার পাশের জমিতে রয়েছে আমন ধানসহ বিভিন্ন ফসল। ভাটা থেকে নির্গত কালো ধোঁয়ায় ধানক্ষেত বিভিন্ন ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা করছেন কৃষকরা। এতে ভাটার আশপাশের গ্রামীণ জনপদের জনস্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির মুখে পড়ছে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায় দামুড়হুদা উপজেলার চুয়াডাঙ্গা দর্শনা প্রধান সড়কের সাথে জয়রামপুর শাহ্ পাড়ায় গড়ে উঠেছে শেখ ব্রিকস, দামুড়হুদা মুজিবনগর সড়কের সাথে গড়ে উঠেছে দেশ ব্রিকস, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ছাড়িয়ে রয়েছেন সোনালী ব্রিকস, একই সড়কের

আজ ৪ ডিসেম্বর জীবননগর হানাদার মুক্ত দিবস

আজ ৪ ডিসেম্বর জীবননগর হানাদার মুক্ত দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে ভারতীয় সীমান্ত ঘেঁষা চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলা হানাদার মুক্ত হয়। এ দিন মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় মিত্র বাহিনীর তুমুল প্রতিরোধের মুখে পাকহানাদার বাহিনী এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর জীবননগর ছেড়ে ঝিনাইদহ অভিমুখে পালিয়ে যায়।

স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা সুত্রে জানা গেছে, ১৯৭১ সালের ২৬ নভেম্বর জীবননগরে পাকহানাদার বাহিনীর পতন ঘটলেও চুড়ান্ত বিজয় আসে ৪ ডিসেম্বর। এদিন ভোরে ভারতীয় মিত্র বাহিনীর কমান্ডার মেজর দত্ত ও ৮নং সেক্টরের বানপুর সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন পরবর্তীতে সেনাবাহিনী প্রধান প্রয়াতঃ জেনারেল (অবঃ) মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্র বাহিনী যৌথভাবে জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের ধোপাখালী সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করে। এরপর তাঁরা জীবননগর, দত্তনগর, সন্তোষপুর ও হাসাদহ গ্রামে পাকবাহিনীর উপর অতর্কিতভাবে ঝাপিয়ে পড়ে। শুরু হয় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের। এ যুদ্ধে পাকহানাদার বাহিনীর ২৯ বেলুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা যৌথ বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে পার্শ্ববর্তী জেলা ঝিনাইদহের দিকে পালিয়ে যায়। এ সময় থানায় ফেলে যাওয়া পাকবাহিনীর ক্যাপ্টেন নারী ধর্ষণকারী ও অমানুষিক নির্যাতনকারী হিসেবে চিহ্নিত মুনছুর আলীর ব্যবহৃত জিপ গাড়িতে মুক্তিযোদ্ধারা আগুন ধরিয়ে দেন এবং থানার মালখানা থেকে উদ্ধার করেন পাশবিক নির্যাতনের পর সদ্য হত্যা করা ৭-৮ জনের অজ্ঞাত পরিচয় যুবতীর লাশ। এ দিন স্বতঃস্ফুর্ত মুক্তিপাগল মুক্তিযোদ্ধারা জীবননগরের মাটিতে প্রথম উত্তোলন করে স্বাধীন বাংলার পতাকা।

শুরু হয় প্রশাসনিক কর্মকান্ড। বীর মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুর রসুলকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও মজিবর রহমানকে থানা ইনচার্জ করে বে-সামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়। সে দিনের সেই ৪ ডিসেম্বর জীবননগর মুক্ত দিবস হিসেবে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আজও এ দিনটি পালন করে আসছে।তবে ১৯৭১ সালে

মহান মুক্তিযোদ্ধায় অংশ গ্রহন কারী নিহত হাবিলদার আব্দুল গফুর,নায়েক আব্দুল মালেক,নায়েক আব্দুর রশিদ,সিফাহী সিদ্দিক আলী,সিফাহী আব্দুল আজিজ এবং সিফাহী আবু বকর এই ৬ বীর সৈনিকদের দাফন করা হয় মাধবখালী গ্রামে ।স্বাধীনতার ৫১বছর পার হলেও এখন ও পর্যন্ত সংস্কার হয়নি ৬শহীদের সমাধীস্থল।তবে স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয় থেকে ২০১৮সালে ১৮লক্ষ টাকা ব্যায়ে ৬শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সমাধী সংস্কাকের কাজ উদ্বোধন করা হলেও নানা জটিলতায় বন্ধ রয়েছে সংস্কারের কাজ।জীবননগর মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা দলিল উদ্দিন দলু বলেন,মাধবখালী ৬শহীদের সমাধীস্থলটা একেবারে ভারতীয় সীমানা ঘেষা হওয়ার কারনে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফএর অভিযোগে এটা সংস্কার করা হয়নি ।
তবে এখান থেকে কবরগুলো সরিয়ে অন্যস্থানে নেওয়ার জন্য আমরা মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রনালয় আবেদন করেছি ।জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ রোকুনুজ্জামান বলেন,মাধবখালী ৬শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সমাধী সরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে আমি উদ্ধতর্ন কতুপক্ষকে জানাবো । এদিকে ৬শহীদের সমাধী সংস্কারসহ এখালে একটি মুক্তিযোদ্ধা মিনি জাদু ঘর স্থাপনের দাবী করেছেন স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাসহ নতুন প্রজন্ম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সহসম্পাদক হলেন গাংনীর মেয়ে তন্দ্রা

মেহেরপুরের গাংনীর মেয়ে মোছা: তানভীর জুবাইদা তন্দ্রা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সহ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি সনজিত চন্দ্র দাস ও সাধারণ সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাহী সংসদের সহসম্পাদক হিসেবে মনোনীত করেন।

মোছা: তানভীর জুবাইদা তন্দ্রা গাংনী পৌর সভার সাবেক মেয়র

যুবলীগ নেতা আশরাফুল ইসলামের গাংনী উপজেলা মহিলা যুবলীগের সভাপতি, মেহেরপুর জেলা পরিষদের সংরক্ষিত নারী সদস্য (গাংনী) শাহানা ইসলাম শান্তনার বড় মেয়ে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি সনজিত চন্দ্র দাস ও সাধারণ সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শকে সমুন্নত রেখে সোনার বাংলা বির্নিমাণে বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আধুনিক—উন্নত—ডিজিটাল ও অসম্প্রদায়িক বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা অবিরত রাখতে আপনার কর্মনিষ্ঠা বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সহ সাধারণ সম্পাদক পদে এই প্রথম মেহেরপুর জেলার কোনো ছাত্রী নির্বাচিত হলেন।

জানা গেছে, মোছা: তানভীর জুবাইদা তন্দ্রা গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় এন্ড কলেজ থেকে গোল্ডেন এবং ঢাকা মাইলস্টোন কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিএ—৫ পেয়ে তার লেখাপড়া স্বাক্ষর রাখেন।

মোছা: তানভীর জুবাইদা তন্দ্রা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যায়ে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি পরীক্ষায় ৩ হাজার পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১৪ তম স্থান দখল করেন। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৮০তম এবং ইংরেজি বিভাগে ২৮তম স্থান দখল করেন।

গাংনীতে নাশকতা মামলায় বিএনপি নেতা ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেফতার

গাংনী উপজেলা বিএনপির সহ সাংগাঠনিক সম্পাদক ও তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলমকে গ্রেফতার করেছে

থানা পুলিশ।

আজ শনিবার (৩ ডিসেম্বর) বিকালের দিকে গাংনী শহরের সিনেমাহল পাড়া এলাকার ভাড়া বাসায় পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

সাবেক চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলমকে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ৩/৪/৬ ধারা ১৫(৩)/২৫বি তৎসহ ১৯০৮ বিস্ফোরক আইনে সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শাহিদুজ্জামান শিপুর দায়ের করা নাশকতা (মামলা নং ৩২, তারিখ ২৯/১২/২২) মামলায় তাকে অজ্ঞাত নামা আসামি হিসেবে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, জাহাঙ্গীর আলমকে নাশকতার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে শনিবার বিকালেই আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত সোমবার (২৮ নভেম্বর) দিনগত রাত সাড়ে ৮ টার দিকে গাংনী উপজেলা শহরের পরিত্যক্ত সরকারি মৎস্য হ্যাচারি এলাকায় ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে দুর্বৃত্তরা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনটি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় মামলার এজাহার নামীয় এক নং আসামি গাংনী পৌর যুবদলের আহ্বায়ক ও গাংনী পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর সাইদুল ইসলামকে আটক করা হয়েছে। আজকে মামলার অজ্ঞাত আসামি হিসেবে জাহাঙ্গীর আলমকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এদিকে মিথ্যা সাজানো মামলায় উপজেলা বিএনপি’র সহ সাংগাঠনিক সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলমকে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু। তিনি বলেছেন, ১০ ডিসেম্বর ঢাকা ডাকা বিএনপির সমাবেশ বাঞ্চাল করার জন্য দেশব্যাপি বিএনপি নেতা কর্মীদের বাড়ি বাড়ি পুলিশী তল্লাশীসহ গ্রেফতার ও সাজানো মামলা দিচ্ছে। অবিলম্বে এই সাজানো মামলা থেকে তাদের অব্যহতি দেওয়ার দাবী জানান তিনি।

গাংনীতে প্রাক্তন সৈনিক সংস্থার জমি মালিকানা দাবীতে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রাক্তন সৈনিক সংস্থার কার্যালয়ের জমির মালিকানা নিয়ে চল রশ্মিটানাটানি। জমির মালিকা দাবী করে সংবাদ সম্মেলন করেছেন সাবেক সেনা সদস্য কাজিম উদ্দীনের বড় ছেলে মোঃ সেলিম রেজা। শনিবার দুপুরে বাঁশবাড়িয়ার সন্নিকটে স্থাপিত সৈনিক সংস্থার পুরাতন কার্যালয়ের সমনে সংবাদ সম্মেলন করেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মোঃ সেলিম রেজা।

লিখিত বক্তব্যে জানান, গাংনীর বাশবাড়িয়াস্থ পৌর এলাকার পলাশীপাড়া সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের পুর্বপার্শ্বে প্রাক্তন সৈনিক সংস্থা নামে একটি সংগঠন ছিল। যার সভাপতি ছিলেন আমার বাবা সাবেক সেনা সদস্য মোঃ কাজিম উদ্দীন। এ সংস্থার শুরুতে সদস্যদের মাসিক ৫০ টাকা চাঁদা সঞ্চয় করা হতো। ২০০১ সাল পর্যন্ত আনুমানিক ৫০/৬০ হাজার টাকা সঞ্চয় হয়। এই ৫০ হাজার টাকার সাথে আমার পিতা আরও ৫০ হাজার টাকা ধার হিসেবে দিয়ে এই জমিটি ক্রয় করেন। যা সংস্থার নামে রেজিস্ট্রি হয়।

পরবর্তীতে ২০০৩/২০০৪ সালের দিকে সংস্থার কার্যক্রম অকার্যকর হয়ে পড়ে। সদস্যদের অনেকে সংগঠন থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। ধারের টাকা ফেরত পেতে আমার পিতা বিপাকে পড়েন। এমন পরিস্থিতিতে সংস্থার এই জমি বিক্রি করে আমার বাবার ধারের টাকা ও সদস্যদের সঞ্চয় ফেরত এবং সংস্থার উন্নয়নের সিদ্ধান্ত হয়। জমি বিক্রি করে একটি ভাড়া বাসায় সংস্থার কার্যক্রম চালু রাখার কথা ছিল।

এমন পরিস্থিতিতে অনেক সদস্য তাদের জমানো সঞ্চয় ফেরত চাইতে থাকে। এক পর্যায়ে আমার পিতার কাছে জমিটি বিক্রি করে দেয় সংস্থার সদস্যরা। কিন্তু আমার পিতার টাকা না থাকায় জমিটি অন্য জায়গায় বিক্রি করার চেষ্টা করা হয়েছিল। সংস্থার সদস্যদের সিদ্ধান্তে শেষ পর্যন্ত আমার পিতা জমি কিনতে বাধ্য হন। কিছু সদস্যদের অনিহার

[redacted]

[redacted]